SHATABDIR KOLKATA

শতাব্দীর কলকাতা

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১১, সংখ্যা-৬-৭ • ১৫ জুলাই - ১ অগাস্ট ২০২৬ • Vol-11, Issue-6-7; 15 July - 1 August 2026 • মূল্য- ১টাকা

জমি কেড়ে অন্যকে বিক্রির অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা: জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে অন্যকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েতের প্রধান, তাঁর স্বামী এবং ভাসুরের বিরুদ্ধে। বছরের পর বছর ধরে থানা-পুলিশ করে কোনও সুরাহা হয়নি। আদালত নির্দেশ দিলেও কাজ হয়নি। ২০১৯ সালে পুলিশ সহায়তা করায় বাধা পেয়েছিল দখলদাররা। কিন্তু অভিযোগ, ২০২৫ সালে শাসক দলের প্রধানের দেওর ক্ষমতাবলে জাল দলিল তৈরি করে বিক্রি করে দেন। রাতের অন্ধকারে তৈরি হয় আস্ত একটা টিনের বাড়ি। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে জমিতে সাবমার্সিবল পাম্প বসাতে বাধা দেন জমির মালিক বলে দাবিদার সুজিত পাইক। তাঁকে বাঁশ নিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে ভক্তিরানী গায়েনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা-২ পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা পাইকের ভাসুর কার্তিক পাইক ওরফে ছোট্টু পার্শ্ববর্তী যুগবেড়িয়া মৌজার দাগ নম্বর ব্যবহার করে আট কাঠা জমির জাল দলিল তৈরি করে বিক্রি করে দেন ভক্তিরানী গায়েন এবং বিলাস গায়েনের কাছে। ২০২৫ সালের ১২ মার্চ রাতভর কাজ করে তৈরি হয় টিনের ঘর। ভক্তিরানী গায়েন বা তাঁর স্বামী বিলাস গায়েনকে পাওয়া যায়নি। দরজায় তালা ছিল। তবে কথা বলেন প্রতিবেশীরা। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সজল দাস গ্রেফতার হতেই খোঁজ নেই পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর স্বামী এবং ভাসুর কার্তিক পাইকের। রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর জমি ফিরে পাবেন এমন আশায় বুক বেঁধেছেন সুজিত পাইক। নতুন করে নিউ ব্যারাকপুর থানায় অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তালা পড়েছে ঐতিহ্যবাহী বারাসত অ্যাকাডেমির মাঠে

অনিশ্চিত শতাধিক খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ

শান্তনু অধিকারী: একসময় যে মাঠ থেকে উঠে এসেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের ভলিবল খেলোয়াড়, সেই ঐতিহ্যবাহী বারাসত অ্যাকাডেমি ফর স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস-এর ভলিবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আজ কার্যত বন্ধ। গত এক বছর তিন মাস ধরে মাঠে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে শতাধিক খুদে খেলোয়াড় রাস্তায় ও খোলা মাঠে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। খেলোয়াড়, অভিভাবক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রশ্ন— রাজ্যের অন্যতম সফল এই ভলিবল কেন্দ্র কি তবে হারিয়ে যাবে?

১৯৯০ সালে এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী বারাসত পুরসভার পুরপ্রধানই একাডেমির সভাপতি। তৎকালীন পুরপ্রধান প্রয়াত অশোক চক্রবর্তীর উদ্যোগে হাটখোলা বেড়িয়াল গ্রাউন্ড রোড সংলগ্ন শেঠপুকুরের পশ্চিম পাড়ের একটি পরিত্যক্ত জমিকে পরিষ্কার করে স্থানীয় মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয় তিনটি ভলিবল কোর্ট। এরপর টানা ৩৫ বছর ধরে এই মাঠেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলেছে। একাডেমির দাবি, এই কেন্দ্র থেকে একশোরও বেশি খেলোয়াড় বাংলার হয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। বহু খেলোয়াড় বাংলা দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনজন ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে ঠাকুরমণি ওরাওঁ ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বও করেছেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দলের হয়ে ১২০ জনেরও বেশি খেলোয়াড় রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া রেল, পুলিশ, সিআইএসএফ, বিএসএফ, আসাম রাইফেলস-সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় বহু খেলোয়াড় চাকরি পেয়েছেন।

শুধু প্রশিক্ষণ নয়, ভলিবলের প্রসারে এই সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৬ সালে ১৭টি রাজ্যের অংশগ্রহণে জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা, ২০০২ সালে কলকাতা ভলিবল নক-আউট এবং চারবার রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন করেছে একাডেমি।

অভিযোগ, ২০২২ সালে নতুন পুরপ্রধান দায়িত্ব নেওয়ার পর একাডেমির পক্ষ থেকে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লিখিত আবেদন জানানো হলেও কোনও উত্তর মেলেনি। পরে ২২ এপ্রিল, ২০২৫ সালে মাঠে জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের জন্য একাডেমির গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সংস্থার দাবি, বিকল্প পরিত্যক্ত জমি থাকা সত্ত্বেও খুদে খেলোয়াড়দের একমাত্র অনুশীলনের মাঠই বেছে নেওয়া হয়।

ঘটনার প্রতিবাদে খেলোয়াড়, অভিভাবক, একাডেমির কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ ও সাংবাদিক বৈঠক করেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং ক্রীড়া সংস্থার কাছেও লিখিত আবেদন জানানো হয়। তবুও দীর্ঘ এক বছর তিন মাস কেটে গেলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

বর্তমানে শতাধিক খুদে খেলোয়াড় কখনও জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে রাস্তায়, কখনও কাছারি ময়দানে অনুশীলন করতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে মাঠে জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের কাজও কার্যত বন্ধ। একসময়ের প্রাণবন্ত ভলিবল কোর্ট এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

একাডেমির কার্যকরী সভাপতি মিহির দে বলেন, "বারাসতের নবনির্বাচিত বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায় ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আশা করি তিনি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। খেলার মাঠ এলাকার ফুসফুস। আমাদের একটাই দাবি— বাচ্চারা আবার মাঠে ফিরে যাক, বারাসত আবার খেলাধুলার শহর হিসেবে পরিচিত হোক। "

আইসিডিএস কর্মীরা বন্ধ করল ডিএম অফিসের গেট

অনির্বাণ চৌধুরী: বিগত কয়েক মাস ধরে রাজ্যসরকারের থেকে সাম্মানিক ভাতা না পেয়ে, সবজি - ডিম ও জ্বালানির জন্য নিজেদের থেকে খরচ করা হকের পাওনা থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত হয়ে, পূর্বতন রাজ্যসরকার ঘোষিত অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা যাঁরা না পেয়ে প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে দেওয়া পাশাপাশি যাঁরা আগামীতে পাবেন তাঁদের নমিনি রাখার এবং ফোন রিচার্জের টাকার অঙ্ক বাড়ানো সহ মোট ১১ দফা দাবিতে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ আইসিডিএস কর্মচারী সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আগাম অনুমতি নিয়ে বারাসতে জেলা শাসকের দফতরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (সিডিপিও) কাছে স্মারকলিপি দিতে গেলে প্রাথমিক ভাবে স্মারকলিপি গ্রহণ করতে না চাইলে ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা শাসকের দফতরের প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং বেশ কিছু সময় পর স্মারকলিপি গ্রহণ সহ আন্দোলনকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ডাক পান, দীর্ঘ আলোচনা করে আশ্বাস নিয়ে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত জেলা শাসকের দফতরের প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ থাকে এবং এই কারণে দফতরে সকলের যাতায়াত বন্ধ থাকে। জেলা প্রশাসনের কাছে নির্দিষ্ট ১১ দফা দাবিতে এদিন স্মারকলিপি প্রদান করতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কয়েক হাজার আইসিডিএস কর্মী তাঁদের নীল পোশাক পরিহিত অবস্থায় বারাসতে জেলা শাসকের দফতরের সামনে হাজির হন। মাইক বাজিয়ে সভাও চলতে থাকে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্ব তাঁদের সেন্টারের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন ও সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টা করেন। সিটু নেত্রী গার্গী চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে আন্দোলনকারীদের সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। আইসিডিএস কর্মীদের সভায় ভিড় এবং পুলিশের নজরদারি ছিল লক্ষণীয়। সমাবেশ থেকে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল শেষপর্যন্ত সিডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে বেরিয়ে এসে আইসিডিএস কর্মী সমিতির নেত্রী কেকা মন্ডল সাংবাদিকদের জানান কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন, কর্মীদের সমস্যাগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন পাশাপাশি দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

রথযাত্রা

বিশ্ব সেবাশ্রমের রথযাত্রায় নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল, শ্রী সমীর ব্রহ্মচারী ও উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ সিকদার। *ছবি - সঞ্জীব চাকী*

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

৩০ আষাঢ় - ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩
১৫ জুলাই - ১ অগাস্ট ২০২৬

অহং দহন

মাত্র কয়েক মাস। এরই মধ্যে রাজ্যের ব্যাপক পরিবর্তন। তবে এখনও পর্যন্ত অধিকাংশই শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি আর আওয়াজে সীমাবদ্ধ। ভর্তি আওয়াজও হতে পারে কিংবা ফাঁকা। ক্রমশ যেন নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে আমিত্ব ঘিরে ফেলছে। তার দৃঢ় পদক্ষেপ কে অবশ্যই স্যালুট জানাতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সভা বা প্রকাশ্য পথে তিনি বারবারই বলছেন, "মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই গ্যারান্টি দিচ্ছেন"। স্ব-নামের ওপর প্রবল আত্মবিশ্বাস, অনেকটা অলক্ষে অহংকারের মত নয় তো? দল নয়, ব্যক্তি শুভেন্দু অধিকারী অনেকটা দাবাং মেজাজে নিজেকে জাহির করছেন না তো? এমন প্রশ্নই আনাচে কানাচে উঁকি দিচ্ছে। প্রবাদে আছে, অহংকার পতনের মূল। বিগত সরকারের যুবরাজ থেকে বিভিন্ন নেতা নেত্রীদের প্রকাশ্যেই অহংকার প্রকাশ পায়। আর তার ফলস্বরূপ রীতিমত ধুলিস্যাৎ হতে হয় গোটা দলটাকে। এক্ষেত্রে আবার জনতা জনার্দন তেমনি সিদ্ধান্ত নেবে না তো? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির মৃৎশিল্পে জি আই

নিজস্ব সংবাদদাতা: পৃথিবী বিখ্যাত কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির মৃৎ শিল্প জি আই তকমা পেল। বহু বছর দরে কষ্ট করে মৃৎ শিল্পীরা পুতুল বানিয়ে আসছে কিন্তু তারা সঠিক মূল্য পাচ্ছিলো না।। মৃৎ শিল্পী কেষ্ট দাস বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মৃৎ শিল্পের মন্দা চলছে। জি আই পাওয়ার পর তাদের সুদিন ফিরবে বলে আশাবাদী। ঘূর্ণির জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মৃৎ শিল্পী সুবীর পাল বলেন, দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের সম্মান জি আই তকমা পেলাম এর ফলে মৃৎ শিল্পের ভালো হবে।

বিধানসভায় স্বাস্থ্য নিয়ে তারক

পার্থসারথি ভট্টাচার্য : বিধানসভায় স্বাস্থ্য বাজেটে আলোচনা করতে গিয়ে নিজের বিধানসভা কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক তারকনাথ চ্যাটার্জী শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, আসাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পুরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো ও চিকিৎসার সমস্যার বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়াও রোগীদের খাবারের ব্যয়বৃদ্ধিরও প্রসংশা করেন।

জগজ্জননী বড়মার জন্মদিন

জগন্নাথ রায় : ৩১জুলাই পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীআচার্যদেবের নির্দেশ ও আশীর্বাদে সৎসঙ্গ ভবন মধ্যমগ্রামে পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রীশ্রীবড়মার ১৩৩ তম জন্ম দিবস সারাদিন ব্যাপী নানান মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। উপস্থিত সকলে দুপুরে ভান্ডারায় প্রসাদ গ্রহন করেন। সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় থেকে "সৎসঙ্গ" এর পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২৬ জুলাই মধ্যমগ্রাম দেবীগড় অঞ্চলের মিলন চক্র ক্লাবের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির সঙ্গে স্বাস্থ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিবিরে রক্তদান করেন শতাধিক রক্তদাতা পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পান। ক্লাব কর্তৃপক্ষ রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করান মধ্যমগ্রাম পুরসভার সাফাই কর্মীদের দিয়ে।

বর্তমান যুগে কম্পিউটার শিক্ষা কেন অপরিহার্য

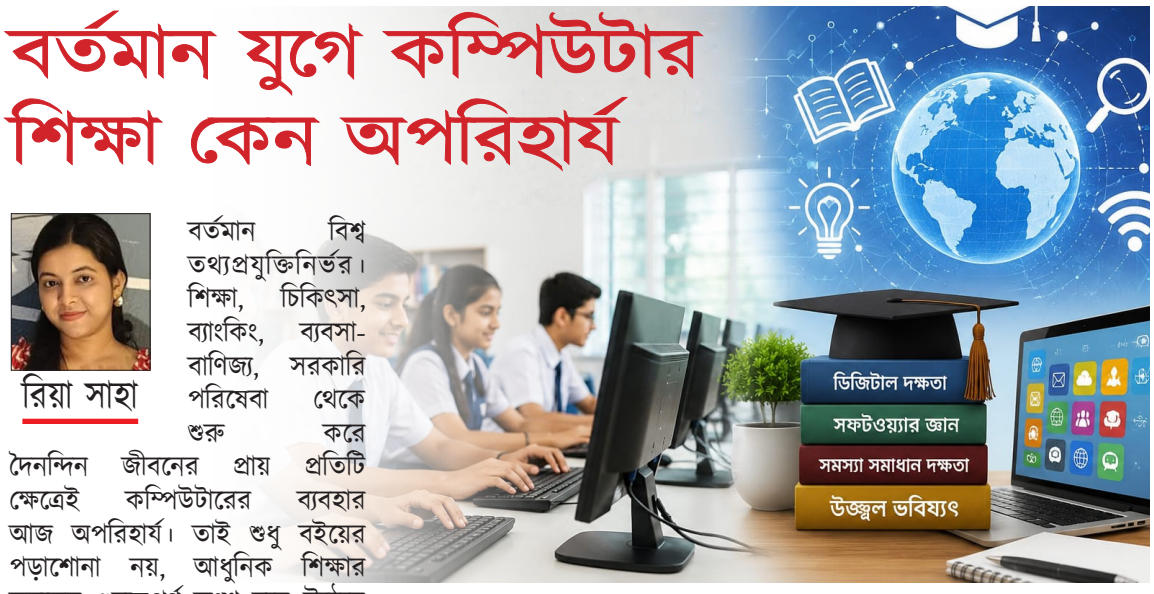

রিয়া সাহা

বর্তমান বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি পরিষেবা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। তাই শুধু বইয়ের পড়াশোনা নয়, আধুনিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে কম্পিউটার শিক্ষা।

এক সময় কম্পিউটার শেখাকে অতিরিক্ত দক্ষতা বলে মনে করা হলেও বর্তমানে এটি মৌলিক শিক্ষার অংশ। স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান না থাকলে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

আজকের ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে খুব সহজেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। ইন্টারনেটের সাহায্যে অনলাইন লাইব্রেরি, ই-বুক, শিক্ষামূলক ভিডিও, ভার্চুয়াল ক্লাস এবং বিভিন্ন অনলাইন কোর্স থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে পড়াশোনা আরও সহজ, আধুনিক ও কার্যকর হয়ে উঠছে। শুধু পড়াশোনা নয়, স্কুল ও কলেজের প্রজেক্ট, প্রেজেন্টেশন, রিপোর্ট, চার্ট এবং বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টও কম্পিউটারের মাধ্যমে অল্প সময়ে সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সময়েরও সাশ্রয় হয়।

কম্পিউটার শেখার আরেকটি বড় সুবিধা হলো ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি অধিকাংশ চাকরিতেই কম্পিউটার জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অফিস অ্যাপ্লিকেশন, বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং, ডেটা এন্ট্রি, ইন্টারনেট ব্যবহার, ই-মেইল পরিচালনা, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ওয়েব ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো দক্ষতার চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনের কর্মক্ষেত্রে ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই ছাত্রজীবন থেকেই কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করলে উচ্চশিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, উদ্যোক্তা হওয়া কিংবা চাকরির ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকা সম্ভব।

বর্তমানে অনেক তরুণ-তরুণী ঘরে বসেই ফ্রিল্যান্সিং, অনলাইন ব্যবসা, কনটেন্ট তৈরি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও সম্পাদনা, ওয়েব ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন ডিজিটাল পেশায় যুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন। কম্পিউটার শিক্ষা তাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে।

তবে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের পাশাপাশি সচেতন থাকাও জরুরি। অতিরিক্ত গেম খেলা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় বা অনলাইনের অপব্যবহার শিক্ষাজীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই কম্পিউটারকে বিনোদনের মাধ্যম নয়, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই উচিত।

সবশেষে বলা যায়, কম্পিউটার শিক্ষা এখন আর বিলাসিতা নয়, সময়ের দাবি। যে শিক্ষার্থী আজ প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে গড়ে তুলবে, আগামী দিনের কর্মজীবনে সেই-ই হবে সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী ও সফল। তাই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর উচিত নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জন করা। কারণ আজকের কম্পিউটার শিক্ষা আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি।

মায়েদের পা ধুইয়ে শ্রদ্ধা জানালো ছাত্ররা

নিজস্ব সংবাদদাতা: গুরু পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে এক বিরল এবং হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল বারাসতের ১৪১ বছরের ঐতিহ্যবাহী গুস্তিয়া ক্ষেত্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'মাতৃবন্দনা ও গুরুপ্রণাম' অনুষ্ঠান যেন জীবন্ত হয়ে উঠল উপনিষদের সেই চিরন্তন বাণী—"মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব। "

প্রায় ৩০ জন ছাত্র এদিন নিজেদের মায়ের সামনে নতজানু হয়ে তাঁদের পা ধুইয়ে যত্ন করে মুছিয়ে দেয়, পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রজ্বলিত প্রদীপ হাতে আরতি করে এবং পঞ্চমিষ্টান্নের নৈবেদ্য অর্পণ করে। শুধু আচার নয়, এটি ছিল সন্তানের হৃদয়ের গভীরতম কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। অনুষ্ঠানের এক বিশেষ পর্বে বিদ্যালয়ের ১৪১ বছরের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'ক্ষেত্রতীর্থ' প্রতিটি মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনন্য মুহূর্তে আবেগ আর সংযমের সীমানা বারবার ভেঙে যায়। বহু মায়ের চোখ আনন্দাশ্রুতে ভিজে ওঠে। উপস্থিত অভিভাবক দেবশ্রী সেন আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "জীবনে

এত বড় আনন্দ কোনো দিন পাইনি। আজ মনে হচ্ছে, সন্তানকে মানুষ করার সাধনা সার্থক হয়েছে। "

অনুষ্ঠানের মূল দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত ঘোষ বলেন, "বর্তমান সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আমাদের আত্মসমালোচনার কারণ হওয়া উচিত। সন্তান যদি ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, সেবা ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা পায়, তবে সমাজ আরও মানবিক হবে। মা-বাবার চেয়ে বড় গুরু মানুষের জীবনে আর কেউ হতে পারেন না। এই বিশ্বাস থেকেই আমাদের এই উদ্যোগ। "

এদিনের অনুষ্ঠানের আর একটি আবেগঘন মুহূর্ত ছিল চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের দশম স্থানাধিকারী, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে ৮১টি কেমোথেরাপি গ্রহণ করেও অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী অদৃজা গন-এর সংবর্ধনা। অদৃজা নিজেও তাঁর মাকে সামনে বসিয়ে মাতৃবন্দনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত সকলকে আবেগাপ্লুত করে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক তাঁর হাতে মানপত্র ও সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, শিবানন্দ মহারাজ, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, সমাজসেবী বিল্ব সেন-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নাট্য মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি লক্ষ্মীপুর মহলা নাট্যমের পরিচালনায় এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয় হাবড়ার লক্ষ্মীপুরে। দুদিনের নাট্য মিলনমেলায় অনুষ্ঠিত হয় দুধু খানি নাটক, বুঝেছো উপেন এছাড়াও কমল মন্ডলের শত কমল মাইন্ড সেন্টারের মূকাভিনয়, সোনালী দাসের ম্যাজিক শো ড্রামাজিক দিশা সিংহ রুমকি দের নৃত্য। মিলনমেলার উদ্বোধন করেন সমাজকর্মী সুকুমার নাথ। নাট্য সম্মান দেওয়া হয় অভীক দা কে। দুদিনের মেলা পরিচালনা করেন নাট্যমের সভাপতি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

আইন মেনে ধার দেওয়া টাকা কিভাবে উদ্ধার করবেন

অনিল কুমার রায়
প্রাক্তন পুলিশকর্তা ও আইনজীবি

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতোই ভারতে বহু ক্ষেত্রেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নগদ বা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা ধার দেওয়া হয়। পরে সেই ব্যক্তি টাকা ফেরত না দিলে ঋণদাতা আইনি সমস্যায় পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে কোনো লিখিত চুক্তি, রসিদ বা স্ট্যাম্প পেপার থাকে না। তবুও আইনের দৃষ্টিতে টাকা উদ্ধারের বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

১. টাকা ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য?

লিখিত চুক্তি না থাকলেও নিম্নলিখিত প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

ব্যাংক ট্রান্সফার (NEFT/RTGS/IMPS/UPI) # চেকের কাউন্টারফয়েল # ব্যাংক স্টেটমেন্ট # WhatsApp, SMS, Email # ফোন কলের রেকর্ড (আইনসম্মত হলে) # অডিও রেকর্ডিং # সাক্ষীর সাক্ষ্য # ঋণগ্রহীতার স্বীকারোক্তি # আংশিক টাকা ফেরত দেওয়ার প্রমাণ # সুদ প্রদান বা সময় চাওয়ার মেসেজ # ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ২০২৩ (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) অনুযায়ী ইলেকট্রনিক রেকর্ডও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

২. ডকুমেন্ট না থাকলে কী করবেন?

যদি কোনো লিখিত চুক্তি না থাকে, তাহলে—

ধার দেওয়ার তারিখ, সময়, স্থান লিখে রাখুন। # কারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম সংগ্রহ করুন। # WhatsApp বা SMS-এ টাকা ফেরতের দাবি পাঠান। # আইনজীবীর মাধ্যমে Legal Notice পাঠান। # ঋণগ্রহীতার উত্তর সংরক্ষণ করুন। # ব্যাংক লেনদেনের সমস্ত নথি সংগ্রহ করুন। # অনেক সময় Legal Notice-এর জবাবেই ঋণগ্রহীতা টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে, যা পরে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. সিভিল রিমেডি (দেওয়ানি মামলা)

(ক) Legal Notice

প্রথমে একজন আইনজীবীর মাধ্যমে আইনি নোটিশ পাঠানো উচিত।

নোটিশে উল্লেখ থাকবে—

ধার দেওয়া টাকার পরিমাণ # কবে দেওয়া হয়েছে # কীভাবে দেওয়া হয়েছে # কত দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে হবে # টাকা না দিলে মামলা করা হবে # (খ) Money Recovery Suit

যদি টাকা ফেরত না দেওয়া হয়, তাহলে উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতে Money Recovery Suit করা যায়।

আদালত বিবেচনা করবে—

টাকা সত্যিই দেওয়া হয়েছিল কি না # ঋণগ্রহীতা টাকা নিয়েছিল কি না # টাকা ফেরত দেয়নি কি না

আদালত প্রয়োজন হলে—

মূল টাকা # সুদ # মামলা খরচ # আদায়ের নির্দেশ দিতে পারে।

(গ) Summary Suit

যদি লিখিত চুক্তি, Promissory Note, Cheque বা Written Acknowledgement থাকে, তাহলে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য Summary Suit করা যেতে পারে।

৪. ক্রিমিনাল রিমেডি

সব ধার না ফেরানো ফৌজদারি অপরাধ নয়। কিন্তু যদি প্রথম থেকেই প্রতারণার উদ্দেশ্যে টাকা নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ফৌজদারি মামলা হতে পারে।

প্রযোজ্য অভিযোগ হতে পারে—

Cheating # Criminal Breach of Trust # Criminal Misappropriation

বর্তমানে এসব অপরাধের বিধান Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)-এ রয়েছে।

তবে শুধুমাত্র টাকা ফেরত না দেওয়া মানেই Criminal Case হবে—এমন নয়। শুরু থেকেই অসৎ উদ্দেশ্য (dishonest intention) ছিল, তা প্রমাণ করতে হবে।

৫. চেক দিলে

ঋণগ্রহীতা যদি চেক দেয় এবং তা বাউন্স করে, তাহলে Negotiable Instruments Act, 1881-এর ধারা 138 অনুযায়ী মামলা করা যায় (যতদিন এই বিধান কার্যকর আছে)।

৬. পুলিশে অভিযোগ করা যায় কি(ফৌজদারী মামলা)?

হ্যাঁ, যদি—

মিথ্যা পরিচয় দিয়ে টাকা নেয় # প্রতারণা করে টাকা নেয় # বিশ্বাসভঙ্গ করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে # জাল নথি ব্যবহার করে # তাহলে থানায় FIR করার আবেদন করা যেতে পারে। # কিন্তু শুধুমাত্র ধার ফেরত না দিলে পুলিশ সাধারণত এটিকে সিভিল বিরোধ হিসেবে বিবেচনা করে।

৭. Limitation (তামাদি)

সাধারণভাবে Money Recovery Suit দায়েরের সীমা ৩ বছর। # এই সময় গণনা হতে পারে— # ধার ফেরতের নির্ধারিত তারিখ থেকে, অথবা # Demand করার পর টাকা না দেওয়ার তারিখ থেকে (পরিস্থিতিভেদে)। # যদি ঋণগ্রহীতা লিখিতভাবে ঋণ স্বীকার করে বা আংশিক অর্থ পরিশোধ করে, তাহলে নতুন করে limitation গণনার প্রশ্ন উঠতে পারে।

৮. কোন কোন প্রমাণ সবচেয়ে শক্তিশালী?

১. ব্যাংক ট্রান্সফার, ২. UPI লেনদেন, ৩. WhatsApp-এ টাকা ধার নেওয়ার স্বীকারোক্তি ৪. SMS ৫. Email ৬. অডিও রেকর্ডিং ৭. সাক্ষী ৮. আংশিক টাকা ফেরতের প্রমাণ ৯. চেক ১০. Promissory Note

৯. যদি নগদ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে?

এক্ষেত্রে প্রমাণ করা তুলনামূলক কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

প্রয়োজন হতে পারে—

প্রত্যক্ষ সাক্ষী # মোবাইল চ্যাট # কল রেকর্ড # পরে টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি # অডিও রেকর্ডিং # অন্যান্য পরিস্থিতিগত (Circumstantial) প্রমাণ

১০. বাস্তব পরামর্শ

নগদে বড় অঙ্কের টাকা ধার না দেওয়াই উত্তম। # সবসময় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করুন। # একটি Loan Agreement বা Promissory Note তৈরি করুন। # সাক্ষী রাখুন। # টাকা দেওয়ার সময় রসিদ নিন। # WhatsApp-এ ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করুন।

উপসংহার

ধার দেওয়া টাকার কোনো লিখিত ডকুমেন্ট না থাকলেও মামলা করার অধিকার নষ্ট হয় না। আদালত শুধু লিখিত চুক্তির উপর নির্ভর করে না; ইলেকট্রনিক রেকর্ড, সাক্ষ্য, ব্যাংক লেনদেন, আচরণগত প্রমাণ এবং পরিস্থিতিগত তথ্যও বিবেচনা করে। তবে কেবলমাত্র টাকা ফেরত না দেওয়ার ঘটনা সবসময় ফৌজদারি অপরাধ নয়। যদি শুরু থেকেই প্রতারণা বা অসৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ থাকে, তবে ফৌজদারি প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে; অন্যথায় অর্থ উদ্ধারের প্রধান পথ হলো দেওয়ানি মামলা। তাই প্রতিটি মামলার তথ্য ও প্রমাণ বিশ্লেষণ করে সঠিক আইনি কৌশল গ্রহণ করাই সবচেয়ে কার্যকর।

বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মাননা

সঞ্জয় সেনগুপ্ত: নির্ভীক সাংবাদিকতা, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। ১৯ জুলাই মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রামমোহন লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, বিশিষ্ট গুণীজন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে অডিটোরিয়াম প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাংবাদিক সম্মাননা ও গুণীজন সংবর্ধনা পর্ব। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধিত করা হয়। একই সঙ্গে নির্ভীক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার স্বীকৃতি হিসেবে একাধিক সংবাদকর্মীর হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শিল্পীদের শংসাপত্র ও মেডেল প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের কেন্দ্রীয় সম্পাদক কাওসার আলীর দক্ষ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা : চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বারাসত পুলিশ জেলার একটি থানাতে। কর্তব্যরত এক মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ার এর ড্রেস চেঞ্জ করার ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ আর এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে। সেই ছবি দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণের অভিযোগ সিভিক ভলেন্টিয়ার অমিত ভদ্রর বিরুদ্ধে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার, পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে বুধবার বারাসত আদালতে পেশ পুলিশের। আজ সকালে অভিযুক্ত আত্মসমর্পণ করে। এছাড়াও আরো একাধিক হুমকির অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্ত সিভিক এর বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনা তদন্তে হাবড়া থানার পুলিশ।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে গণধর্ষণে গ্রেফতার কর্ণধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে এক তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বারবার গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার দাড়িপুকুর এলাকায়। অভিযোগ, নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে দাড়িপুকুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার বদলে কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপন মজুমদার ও তাঁর সহযোগীরা তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তরুণী দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দীপন মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হলে আদালত অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

বাজারে হাতে গরম হট কেক ফ্যান ক্লাব

রজত বিশ্বাস: এখন আর শুধু গরমে নয়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ফ্যান ই হল ভরসা। কোনক্রমে ক্ষমতায় এলেই ছোট, বড়, মেজো, চার আনা, আট আনা, এমন কি খুচরো পয়সাও ফ্যান ক্লাব খুলে বসেন। হঠাৎ করে এত ফ্যানের জন্ম হলো কোথা থেকে?

এই যেমন তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন সাংসদ, বিধায়ক, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর থেকে পাড়ার খুচরো নেতা, তারাও একটা করে ফ্যান ক্লাব নাম দিয়ে সমাজ মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছেন। কিন্তু যেই গদি উল্টে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যানের কয়েল পুড়ে গিয়ে অকেজো হয়ে গেছে। আর ফ্যান ক্লাবও অন্তিম যাত্রপথে, "বল হরি, হরি বোল" বলে গমন করেছে। নতুন সরকার গঠনের পরেই বড় না হলেও খুচরো নেতারা তাদের নানান কেলোর কীর্তির সমাজ সেবামূলক ছবির সঙ্গে ফ্যান ক্লাব নামের দোকান সাজিয়ে শুভ মহরত করেছেন। দলের অন্য গোষ্ঠীদের মুখে ঝামা ঘষতেই কি সমাজ মাধ্যমের কাঁধে ভর করা? এমনটাই প্রশ্ন উঠেছে। নবাগত হঠাৎ উঠতি নেতারা অধিকাংশ ছবিতেই হাত জোড় করে, গলায় উত্তরীয় লাগিয়ে, গদগদ মুখে, স্বচ্ছ অভিনেতার হাসি ভরা থোবর দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছেন, "আমি তোমাদেরই লোক"। এদের আবার কিছু পেটোয়া লোক আছে, যাদের "পেইড ফ্যান" নামে অভিহিত করা হয়। এরা শুধু কলুর বলদের মত দুই চোখ বেঁধে, আর দুই বাহু তুলে ফ্যানের ব্লেড ঘুরিয়ে চলেছেন আর মুখে বলছেন, "জয় ফ্যান ক্লাবের জয়, জয় ফ্যান ক্লাবের জয়"।

বারাসতের প্রাচীন ডিজিটাল স্কুলের অভিনব অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান ডিজিটাল স্কুলের ৩৬ বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গেল বারাসতের বিদ্যাসাগর মঞ্চে। শুধু বর্ষপূর্তি নয় এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সংস্থার কর্ণধার মানব মোদক জানিয়েছেন, 'অনুষ্ঠানে যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সেটার মধ্যে যেমন অভিনবত্ব আছে পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার প্রবণতাও বাড়ে। স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বকে সঠিকভাবে জানার বিষয়টি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে শত শত ছাত্রছাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করছেন। জীবন জীবিকার সঙ্গে একজন সুন্দর মানুষ গঠন করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।'

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুব্রতা সরকার, পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. অমিত দাস, সাংবাদিক তাপসকুমার সরকার প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরিপূর্ণ বিদ্যাসাগর মঞ্চ হয়ে উঠেছিল ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মিলন ক্ষেত্র। এক ছাত্রী আবেগঘন গলায় বলে, 'এই দিনটির জন্য আমরা সারা বছর তাকিয়ে থাকি।' জেলাজুড়ে ডিজিটাল স্কুল এবং ডিসিএস মাল্টিমিডিয়ার সুনাম চোখে পড়ার মত। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করে স্বনির্ভর হয়েছেন।

বারাসতে ম্যারাথন

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামী ১৫ অগস্ট আয়োজন করা হয়েছে 'রান ফর ফ্রিডম ফাইটার্স' ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। আয়োজক আইডিয়াল সিনিয়র অ্যাথলেটিক ক্লাব। এ বছর এই ম্যারাথনের দশম বর্ষ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও বহু প্রতিযোগী এই ম্যারাথনে অংশ নেবেন। সকাল সাড়ে ৬টায় বারাসতের কলোনি মোড় থেকে ম্যারাথনের সূচনা হবে। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই পুরস্কৃত করা হবে। স্বাধীনতা দিবসে দেশপ্রেম, সুস্থ জীবনযাপন এবং ক্রীড়া চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই বিশেষ ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বারাসতের জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জনগণনা প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পূর্ণ হবে এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বারাসতের জেলাশাসক। আধুনিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই জনগণনার কাজ করবে সরকারি কর্মীরা সঙ্গে একাধিক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। একাধিক সরকারি প্রকল্প নিয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

ভর্তি চলছে

আপনার শিশুর ভবিষ্যতে গড়তে

KOLKATA YOUTH COMPUTER ACADEMY
MADHYAMGRAM
KOLKATA- 132

কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি

Run by : শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন

DIT

TALLY+GST+ACCOUNTS

HTML

COREL DRAW+PHOTOSHOP WITH DTP

C or C++, Java, Python

Logo, Scratch

POWER BI

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সহ ক্লাস ২ থেকে ৯ অবধি
১ টি কম্পিউটারে ১ জন করে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোর্স শেষে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

নবজাগরণ সংঘ, নন্দন কানন, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা- ১৩২

ফোন: 8420323559

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com, website: www.shatabdirkolkata.com/shatabdir-kolkata-news-paper**
Editor: Sanjib Chaki